এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২

(২০০২ সনের ১ নং আইন)

এসিডের আমদানী, উত্পাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়কারী দাহ্য পদার্থ হিসাবে এসিডের অপব্যবহার রোধ, এবং এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিত্সা, পুনর্বাসন ও আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত আইন৷

যেহেতু এসিডের আমদানী, উত্পাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়কারী দাহ্য পদার্থ হিসাবে এসিডের অপব্যবহার রোধ, এবং এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিত্সা, পুনর্বাসন ও আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১৷ (১) এই আইন এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবত্ হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অপরাধ” অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

(খ) “এসিড” অর্থ গাঢ়, তরল অথবা মিশ্রণসহ যে কোন প্রকার সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ফসফরিক এসিড, [১][***] কস্টিক পটাশ, কার্বলিক এসিড, ব্যাটারী ফ্লুইড (এসিড), ক্রোমিক এসিড ও এ্যাকোয়া-রেজিয়া (aqua-regia), এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এসিড জাতীয় (corrosive) অন্যান্য দ্রব্যাদি;

(গ) “এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি” অর্থ এসিড নিক্ষেপের ফলে বা অন্য কোনভাবে এসিড দ্বারা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি;

(ঘ) "চিকিত্সক" অর্থ Medical and Dental Council Act, 1980 (Act XVI of 1980) এর section 2 এর clause (m) এ সংজ্ঞায়িত registered medical practitioner;

(ঙ) "ডেপুটি কমিশনার" অর্থে ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) "কাউন্সিল তহবিল" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল তহবিল;

(ছ) "কাউন্সিল" অর্থ ধারা ৪ এর অধীনে গঠিত জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল;

(জ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঝ) "ব্যক্তি" অর্থে কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঞ) "লাইসেন্স" অর্থ সরকার কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ট) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার এবং ধারা ১৬ এ বর্ণিত কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(ঠ) "স্থান" অর্থ যে কোন বাড়ী-ঘর, স্থাপনা, যানবাহন, স্থিতাবস্থায় বা চলমান যে ভাবেই থাকুক না কেন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিমান বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর, ডাকঘর এবং বহিরাগমন চেকপোস্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, জেলা কমিটি, ইত্যাদি

জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা

[২][৪। জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল নামের একটি কাউন্সিল থাকিবে।

(২) কাউন্সিল নিমড়ববর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :

(১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার কো-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(৩) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সংসদ সদস্য;

(৪) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(৫) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;

(৬) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;

(৭) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(৮) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(৯) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(১০) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(১১) মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ;

(১২) সরকার কর্তৃক মনোনীত ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি হিসাবে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী;

(১৩) সরকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় প্রেস ক্লাব এর প্রতিনিধি হিসাবে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক;

(১৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত একজন প্রতিনিধি;

(১৫) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;

(১৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কতৃক মনোনীত রসায়ন, ফলিত রসায়ন, প্রাণ রসায়ন বা ফার্মেসী বিভাগের একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক;

(১৭) সরকার কতৃক মনোনীত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদে কর্মরত

একজন গবেষক বিজ্ঞানী;

(১৮) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকারী মেডিক্যাল কলেজের বার্ণ

ইউনিটের একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক;

(১৯) সভানেত্রী, মহিলা পরিষদ;

(২০) সভানেত্রী, মহিলা সমিতি;

(২১) বাংলাদেশ অ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা আইনজীবী;

(২২) জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি, যাহার মধ্যে একজন মহিলা হইবেন।

(২৩) বাংলাদেশ তাতী সমিতির সভাপতি;

(২৪) বাংলাদেশ এসিড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি;

(২৫) বাংলাদেশ জুয়েলারী সমিতির সভাপতি।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উলিস্নখিত কাউন্সিলের মনোনীত কোন সদস্য তাঁহার মনোনয়নের

তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন; তবে শর্ত থাকে যে,

সরকার যে কোন সময় তাঁহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে কাউন্সিলের সদস্য

হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৫) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাৰরযুক্ত পত্রযোগে কোন মনোনীত সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ

করিতে পারিবেন।]

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৫। কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) এসিডের উত্পাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;

(খ) এসিড হইতে সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এবং এসিডের অপব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিত্সা, পুনর্বাসন ও আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) এসিড অপব্যবহারের কুফল এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঙ) এসিড ব্যবহার ও অপব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন ধরণের গবেষণা বা জরিপ পরিচালনা;

(চ) এসিড সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(ছ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্পাদন প্রক্রিয়ায় বর্জ্য হিসাবে নির্গত এসিড বা এসিডের মিশ্রণ দ্বারা সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(জ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ৷

কাউন্সিলের সভা

৬৷ (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে৷

(২) কাউন্সিলের সকল সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে কাউন্সিলের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে৷

(৩) চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে কো চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন৷

(৪) কাউন্সিলের মোট সদস্যের এক-চতুর্থাংশের উপস্থিতিতে উহার সভায় কোরাম হইবে৷

(৫) কাউন্সিল গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে বা উহাতে কোন শূন্যতা রহিয়াছে শুধু এই কারণে কাউন্সিলের কোন কার্য বা কার্যধারা বে-আইনী হইবে না বা তত্সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না৷

জেলা কমিটি

[৩][৭। (১) জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের জেলা কমিটি নামে প্রতিটিজেলায় একটি করিয়া কমিটি থাকিবে।

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলার একজন সংসদ সদস্য সংশিস্নষ্ট জেলা কমিটিরউপদেষ্টা হইবেন।

(৩) জেলা কমিটি নিমড়ববর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) ডেপুটি কমিশনার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার;

(গ) সিভিল সার্জন;

(ঘ) জেলা সদর পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র, বা ৰেত্রমত, সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পরিষদসমূহের একজন মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান;

(চ) এসিড বিষয়ক স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর/পাবলিক প্রসিকিউটর;

(ছ) জেলা সমাজ সেবক কর্মকর্তা;